ইউনিট ৫

# যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত শিখন সামগ্রী পরিচিতি এবং ব্যবহার

## ভূমিকা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন যদিও একটি দক্ষ কর্মকুশলী দলের কাজ তবুও এ কাজটি সার্থক বাস্তবায়নকারীদের সহায়তার জন্য কতকগুলো অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সহায়ক উপকরণ রচনার প্রয়োজন হয়। এ রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লক্ষ্যদলের (ছাত্র-শিক্ষক) উপযোগী শিখন সামগ্রী প্রণয়নের জন্য লেখক ও সম্পাদক নির্বাচন করা এক দুরূহ কাজ। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হলে সমস্ত প্রচেষ্টা ভন্ডুল হয়। সে কারণে শিক্ষার্থীর শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষকের সহায়তা ও জ্ঞানের পরিধি পরিব্যপ্তির জন্য তথা উন্নত বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো হল:

পাঠ্যপুস্তক, শিখন সহায়ক সামগ্রী, ওয়ার্কবুক, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, প্রশ্ন পুস্তিকা, তথ্য পুস্তিকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ইত্যাদি বর্তমান ইউনিট পাঁচের সমগ্র শিক্ষাসূচিকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠ দুটি হচ্ছে:

পাঠ- ৫.১: পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক শিখন সামগ্রী, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, প্রশ্ন পুস্তিকার পরিচিতি ও ব্যবহার

পাঠ- ৫.২: শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকার পরিচিতি ও ব্যবহার

পাঠ ৫.১

# পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক শিখন সামগ্রী, বার্ষিক পাঠ -পরিকল্পনা, প্রশ্ন পুস্তিকার পরিচিত ও ব্যবহার

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাঠ্যপুস্তকের পরিচিতি ও ব্যবহার বিবৃত করতে পারবেন।
- সহায়ক শিখন সামগ্রী কি এবং এগুলোর পরিচিতি আলোচনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল ব্যবহারের উপকারিতা ব্যাখা করতে পারবেন।
- প্রশ্ন পুস্তিকার পরিচিতি, সুবিধা এবং প্রয়োগ কলাকৌশল জানবেন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন।

**পাঠ্যপুস্তক**

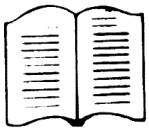

প্রাথমিক স্তরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যতগুলো শিখন সামগ্রী ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বহুল পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত শিখন সামগ্রী। যেমন বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় মোট ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তিনটি(বাংলা, গণিত ও ইংরেজি) এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ছয়টি (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্ম) করে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে সহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই এ পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে থাকেন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কশীট, অতিরিক্ত শিখন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়।

**শিখন সহায়ক সামগ্রী**

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের অত্যন্ত শক্তিশালী, কার্যকর, স্থিতিশীল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমকালে শিক্ষার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন মাত্রা আর সেটি হল জীবনের গুণগত মান উন্নীতকরণ। ফলে শিক্ষার পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে সীমিত সময় অবস্থানকালে জীবনের গুণগত মান উন্নীতকরণের সব দিক ছাত্র- শিক্ষক পুরোপুরিভাবে শিখতে ও অনুধাবন করতে পারেন না। বিশেষ করে শিক্ষককে ভালভাবে প্রস্তুতিদান করতে পারলে বা প্রস্তুতিদান সহায়ক উপকরণ শিক্ষকের নাগালে পৌঁছে দিতে পারলে তিনি তা ব্যবহার করে নিজ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূর করে আরও জ্ঞানের মাত্রা প্রসারিত করতে পারেন। এ উদ্দেশ্য সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষকের সহায়তাদানের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা, প্রশ্ন পুস্তিকা, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করে তাঁকে সময়ের সঙ্গে সচল রাখার ব্যবস্থা কথা ভেবে কার্যকর শিক্ষাদানে ও গ্রহণে এবং নিজের (শিক্ষক) ঘাটতি পূরণের জন্য যেসব শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে সাধারণভাবে **শিখন সহায়ক উপকরণ** বলা হয়।

**বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন**

**ব্যবহার**

কোন কাজ সুষ্ঠভাবে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে তার জন্য একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত যে কোন কাজের পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি থাকলে তা শুধরিয়ে নেওয়ার কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি থাকলে জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে এবং তা পূরণের সময় থাকে না। এ কারণে শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও আয়োজনের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অত্যাবশ্যক।

পরিকল্পনা সাধারণত দু'প্রকার- স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। তবে শিক্ষা পরিকল্পনা বর্তমানে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক, পঞ্চ-বার্ষিক, এমনকি বিশ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। তবে শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সেহেতু এর পরিকল্পনা বর্ষভিত্তিক হওয়াই উত্তম। বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার প্রণয়ন কৌশল সংক্ষেপে নিচে বিবৃত করা হল:

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্নকরণের প্রধান প্রধান দিক হল।

**উপকারিতা**

সারা বছরব্যাপী বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণী শিক্ষাক্রমিক ও অন্যান্য কার্যাবলি কিভাবে সম্পন্ন হবে তা বছরের প্রথমে নির্ধারণ করে নেওয়াই **বার্ষিকা পাঠ-পরিকল্পনা**। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষকের ৩৬৫ দিন থেকে সাপ্তাহিক ছুটিসহ অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী অন্যান্য ছুটির মোট দিনগুলো বাদ দিতে হবে। পরে পরীক্ষা গ্রহণও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী, যেমন- শিক্ষাপক্ষ পালন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, মিলাদ, বনভোজন/শিক্ষাভ্রমণ, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় দিনের সংখ্যা বাদ দিয়ে যে দিনগুলো অবশিষ্ট থাকবে সেগুলোই হবে বছরের মোট কার্যদিবস। এই কার্যদিবসগুলোর পিরিয়ড সংখ্যা শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভাগ করতে হবে। ধরা যাক, কোন বছরে কোন শ্রেণীর জন্য মোট কার্যদিবস পাওয়া গেল ২৩২ দিন এবং সে শ্রেণীতে প্রতিদিন ক্লাস হয় ৬ পিরিয়ড। তা হলে, প্রাপ্য মোট পিরিয়ড সংখ্যা হবে ২৩২×৬ =১৩৯২। এই পিরিয়ডগুলো এবং সেই শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়ও মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ খেলাধুলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, হাতের কাজ, বাগানের কাজ ইত্যাদির জন্য বছরে যে পিরিয়ডগুলো ব্যয়িত হবে তা ১৩৯২ থেকে বাদ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মোট পিরিয়ড পাওয়া যাবে। কোন বিষয়ের জন্য প্রাপ্য মোট পিরিয়ডের মধ্যে কোন্ কাজে কত পিরিয়ড ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলা বিষয়ে প্রাপ্য পিরিয়ড সংখ্যা ১৮০ এবং এতে গল্প ও কবিতা আছে যথাক্রমে ১২টি ও ১০টি। কোন্ গল্পের জন্য কত পিরিয়ড এবং কোন্ কবিতার জন্য কত পিরিয়ড ব্যয় করা হবে তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের বেলায়ও একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে সারাটি বছর পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমে উত্তমরূপে অতিবাহিত হবে, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হবে এবং কাজের গুণগত মান বজায় থাকবে। পরিদর্শক কর্মকর্তাগণও বিদ্যালয়ের পাঠের সময়ানুপাতিক অগ্রগতি যাচাই করতে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবেন। সুতরাং প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে অবশ্যই বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে।

## প্রশ্ন পুস্তিকার পরিচিতি

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বিষয়ক ধারণা এতদাঞ্চলে সাম্প্রতিক কালের। এ ধারণার সমুদয় দিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে আত্মস্থ করা এক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যোগ্যতাভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন। মূল্যায়ন বিষয়ক হাতিয়ার রচনা বা প্রণয়ন করা কর্মকুশলীর কাজ। এ কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে কষ্টকর। কারণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষকের পঠন পাঠন দায়িত্ব ছাড়াও বিবিধ কাজে (যেমন- বিদ্যালয়ে গমণোপযোগী বয়সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা জরিপ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন পিটিএ, এসএমসি প্রভৃতি) আন্তরিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে তা করতে পারেন না। শিক্ষকের কার্যভার লাঘব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে এ প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রশ্নপুস্তিকায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন তথা সাময়িকপরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রশ্নগুলো মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেঃ শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ ও বহুনির্বাচনী) এবং রচনামূলক প্রশ্ন (যেমন- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন)।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

### অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোন পাঠ্যপুস্তকগুলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?
- ক. বাংলা, গণিত, ইংরেজি
- খ. বাংলা, বিজ্ঞান, গনিত
- গ. বাংলা, গণিত, ধর্ম
- ঘ. বাংলা, ইংরেজি, শারীরিক শিক্ষা।

২। সমকালে শিক্ষার সাথে কোন মাত্রাটি যুক্ত হয়েছে?
- ক. বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিষ্ঠাচার প্রবর্তন
- খ. জীবনের গুণগত মান উন্নীতকরণ
- গ. মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ
- ঘ. বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

৩। বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক কেন?
- ক. শিক্ষকের দায়িত্ব বন্টনের জন্য
- খ. শিক্ষার্থীদের শৃংখলাবোধ জাগ্রত করার জন্য
- গ. শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও আয়োজনের লক্ষ্যে
- ঘ. শিক্ষক- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য।

### আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিখন সামগ্রী বলতে কি বুঝেন?
২। পাঠ্যপুস্তককে শিখন সামগ্রীর বহুল প্রচলিত শিক্ষা উপকরণ বলা হয় কেন?
৩। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার উপকারিতা কি?
৪। প্রশ্ন পুস্তিকায় কোন কোন ধরনের প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করুন।
৫। দুটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

পাঠ ৫.২

# শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকার পরিচিতি ও ব্যবহার

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক নির্দেশিকার পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক সংস্করণ কি এবং কেন তা ব্যাখ্যা করে অপরকে বুঝাতে পারবেন।
- শিক্ষক সহায়িকার পরিচিতি, ব্যবহার ও এর সুফল বিবৃত করতে পারবেন।

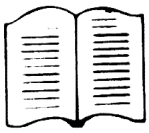

**প্রয়োজনীয়তা**

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়ের সাথে সচল রাখা তথা বিদ্যালয় বহির্ভূত সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যমনী শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকভাবে নবায়ন ও পরিমার্জন করতে হয়। এ পরিমার্জনের যুক্তি,কলাকৌশল এবং এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষক তথা শিক্ষা সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা অপরিহার্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় লক্ষ্যদলকে অবহিত করার প্রয়াস অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু দৈনন্দিন পাঠদানের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের জন্য এ প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। সে কারণে শিক্ষকবৃন্দকে ধারাবাহিক ও পৌনঃপুনিকভাবে সহায়তা দানের জন্য এ সমস্ত উপকরণ অপরিহার্য। এখানে উল্লেখ্য যে এ প্রশিক্ষণ প্রদানের পরবর্তীকালে অনেক নবীন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অনিবার্য করণে অনেক কর্মরত শিক্ষকও এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন নি। এ সকল শিক্ষককে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়তাদানের উপকরণ হিসেবে শিক্ষক-নির্দেশিকা, সংস্করণ, সহায়িকা ও তথ্য-পুস্তিকা উদ্ভাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

**নির্দেশিকার পরিচিতি**

শিক্ষাক্রম নবায়ন বা পরিমার্জনের অপরিহার্যতা, নবতর দিক, পাঠদানগত কৌশলাদি, বিদ্যালয় ও শ্রেণী ব্যবস্থপনা, সর্বোপরি মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মরত ও ভবিষ্যৎ শিক্ষকবৃন্দকে সহায়তা দানের জন্য যে পুস্তক প্রণীত হয়ে থাকে তাকে শিক্ষক নির্দেশিকা বলে। শিক্ষক নির্দেশিকায় যে সব প্রধান বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে সেগুলো হলো:

১. বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের নবতর দিক এবং এগুলো অন্তর্ভূক্তকরণের অপরিহার্যতা।
২. এ নবতর দিকগুলো পাঠদানের বিশেষ বিশেষ কৌশল এবং মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা দান।
৩. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কোন নতুন দিক সূচিত হয়ে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের কৌশল।
৪. শ্রেণী পাঠদানের জন্য পাঠ পরিকল্পনার ২/১টি নমুনা উপমা এবং স্বরূপ দেওয়া হয়ে থাকে।

**নির্দেশিকার ব্যবহার**

- শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক,পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের নবতর বৈশিষ্ট্য শ্রেণী কক্ষে পাঠদান, মূল্যায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি সামগ্রীক ধারণা লাভ করতে পারেন। শ্রেণী শিক্ষকগণ নবতর

বৈশিষ্ট্যের আলোকে পঠন-পাঠনের আয়োজন, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে এই নবতর দিকটি শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না তা মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হতে পারেন।

- নবতর কোন দিক, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণালাভের জন্য নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পারেন।
- বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহিত হতে পারেন এবং সামগ্রীক ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় হতে পারেন।

**শিক্ষক সংস্করণ এবং এর ব্যবহার**

যে পুস্তকে শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক,শিক্ষক প্রশিক্ষক এমনকি শিক্ষা সচেতন অভিভাবকবৃন্দকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা, নবতর দিক, পাঠদানের কলাকৌশল, মূল্যায়ন সর্বোপরি শ্রেণী শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিটি পিরিয়ডে পাঠ কি উপায়ে আয়োজন করলে পাঠের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হবে সেগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে তাকে পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ বলে।

পাঠ্যপুস্তকের্ এ শিক্ষক সংস্করণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠটি বাম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকে এবং তারপর পাঠের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য (শিখন ফল) অর্জিত হবে তা বিবৃত থাকে এবং এই পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্যকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা, শিখন শেখানো কার্যাবলি অর্থাৎ শিক্ষক কিভাবে পাঠ শুরু করবেন তা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত থাকে। পাঠ চলাকালে এবং পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূল্যায়নের মাধ্যমে সনাক্তকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর নিরাময়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তার পাঠের পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা হয়।

**শিক্ষক সংস্করণের ব্যবহার**

এটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পিরিয়ডের পাঠের কলেবর/পরিসর জানতে পারেন, পাঠের বাহুল্য দিক পরিহার করার সুযোগ পান, কারণ এতে পাঠটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত থাকে। শিক্ষক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বারবার অনুশীলন করিয়ে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী (খধৎমব পষধংং ংরুব) শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা পাঠদান করা সহজতর হয়। সংস্করণ পাঠ্যপুস্তকের অংশ বিশেষ এবং পাঠদানের নির্দেশনা উভয় মুদ্রিত থাকে বিধায় শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বই সংগ্রহ করা থেকে তিনি অব্যাহতি পান। বর্তমানে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকবৃন্দকে সহায়তাদানের জন্য প্রাথমিক স্তরের প্রায় সকল বিষয়েই পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ রচনা, মুদ্রণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে।

**শিক্ষক সহায়িকা পরিচিতি**

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কাঠামোর আওতাভূক্ত সকল বিষয়ের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা নেই। যেমন বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি এ তিনটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা রয়েছে। এ তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষক নির্দেশিকায় কেবল নমুনা হিসাবে প্রতি বিষয়ের ২/১টি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু শিক্ষাক্রম কাঠামোতে যদি কোন নবতর বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সে বিষয়ে পুরোপুরি ধারণা শিক্ষকবৃন্দকে দান করা সম্ভব হয় না। কারণ এর বিষয়বস্তু নবতর। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকবৃন্দের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এ বিষয়ের পাঠদানের এবং শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষক সহায়িকা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় প্রতি বিষয়ের বিষয়বস্তু রচনা এবং পাঠদানের কলাকৌশল বিবৃত থাকে। ফলে দেশের সকল অঞ্চলে একই বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক পাঠদানের আয়োজন করা সম্ভব হয় বলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের তারতম্যের মাত্রা

কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দুটি শিক্ষা সহায়িকা রচনা, প্রাক-মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ করে সারাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করেছে। এই শিক্ষক সহায়িকাগুলোর শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠ-সংশ্লিষ্ট রঙিন ছবি মুদ্রণ করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে আশা করা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা ছবির মাধ্যমে পাঠে আকৃষ্ট হবে, পাঠের একঘেঁয়ামি দূর হবে এবং পাঠদান সহজ হবে।

**শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের সুবিধা**

১. শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের ফলে পরিবেশ পরিচিতি (সমন্বিত ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পল্লী এবং শহরাঞ্চলের শিখন তারতম্য কমে আসবে।

২. শিক্ষক সহায়িকায় সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু রচনা করে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিষয়টি পাঠদানের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদানের সহায়ক হিসেবে শিক্ষক সহায়িকার শেষাংশে চিত্র/ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

### অ) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

১। শিক্ষক নির্দেশিকায় শ্রেণীর পাঠদানের জন্য অন্তর্ভূক্ত থাকে।
- ক. পাঠ-পরিকল্পনার ২/১টি নমুনা
- খ. সকল পাঠের নমুনা
- গ. মূল্যায়ন পদ্ধতি
- ঘ. শিক্ষা উপকরণের তালিকা।

২। শিক্ষক সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
- ক. ২/১টি পাঠের নমুনা উল্লেখ থাকে
- খ. পাঠের সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পাঠদান
- গ. কেবল মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা বিবৃত থাকে
- ঘ. শিক্ষা উপকরণের তালিকা বর্ণিত থাকে।

### আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
২. শিক্ষক নির্দেশিকার পরিচিতি বিবৃত করুন।
৩. শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে কি কি সুফল প্রত্যাশা করা হয়েছে তার বর্ণনা দিন।